শীঘ্রই আমি তে ামাকে শখিাবে া, কভিাবে বাজপাখি শকিার করতে হয় – শাইখ আবু মুহাম্মদ আসমি আল-মাকদসিী

নঃিসন্দহে এই সময়টা আমাদরে জন্যে খুবই আবগেঘন সময়, আর এখানে আমারা সারা দুনয়িা থকেে বচ্ছিন্নি হয়ে আছ,ি আজ কারাগারে আমাদরে বন্দীরত জীবনরে চতুর্থ রমজানে এসে আমরা পে ৌঁছছে।ি

এই সময়ে মানুষ আল্লাহর যকিরিে ব্যস্ত থাকে অথবা অন্যান্য উপকারী আমলে ব্যস্ত থাকে যনে সে তার আবগে ও স্মৃতরি পাতায় হারযি়ে না যায়, বশিষে করে আজকরে এই মুহূর্তগুলে াতে যখন কনিা আমার মনে এমন একটি দৃশ্য রয়ছে়ে যা প্রতি বছর রজান মাসরে প্রথম দনিটি এলইে আমার চে াখে ভসেে উঠ।ে

খাবাররে টবেলিরে চতুর্দকিে বাচ্চাদরে দে ৌড়াদে ৌড়ি আর আজানরে জন্য অপক্ষো, আর তাদরে ইফতার প্রস্তুত করার জন্য তাদরে মায়রে ইতস্তত ছে াটাছুট,ি যখোনে বাচ্চাদরে কউেই সইে বয়সে পে ৌঁছায়নি যে বয়সে মানুষরে উপর রে াজা ফরয হয়। তবুও সকলে রে াজা রাখার ব্যাপারে অতি উৎসাহী, বশিষে করে রমজানরে প্রথম দনিটতিে তে া অবশ্যই।

যা কছিু নতুন, তাঁর সবটাতইে বাচ্চারা এমন উচ্ছলতা দখোয়। তারা প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সবটুকু খাবার খয়েে নয়ে! ঠকি আছ.ে...তব,ে সত্যরে পথে অবচিল থাকার জন্য শুধু উৎসাহই যথষ্টে নয়, তাই নয় ক?ি

আমরা কারাকক্ষে ছে াট্ট জানালাটা দয়িে আমি কাহালাহ মরুভূমতিে সূর্যাস্তরে অপরূপ দৃশ্য তাকযি়ে দখেছ।ি সূর্য তাঁর রাশ্মগিুলে াকে এক আশ্চর্য পদ্ধততিে গুটযি়ে নচ্ছি.ে..এবং বশে দ্রুত, আযানরে ধ্বনি নশ্চিতি করে দচ্ছিে যে সূর্যি ডুবে গছে।ে

আহ...জীবটা কত ছে াট!...এক ঝাঁক পাখি লাল আকাশে অসীম দগিন্তরে পানে উড়ে উড়ে তাদরে নীড়ে ফরেত যাচ্ছে যখোনে তাদরে কচি ছানাগুলে া রয়ছে,ে অন্ধকার নমেে আসার আগইে পে ৌঁছাতে হব।ে মুতামদি বনি ইবাদ কারারুদ্ধ অবস্তায় যা বলছেলিনে সইে কথাগুলে া আমার বার বার মনে পরছেলি,

আল্লাহ্* বড়িালরে শাবকগুলে াকে রক্ষা করছেনে,

আর আমার ক্ষুদ্র ছানাগুলো পানি ও ছায়ার কাছে প্রতারতি হলো।

এইটাই মানব প্রকৃতি, আল্লাহ্* তাদরে অন্তরে স্বীয় রহমতরে যে বীজ বপন করে দয়িছেনে তা নয়িে তারা বনিত। কখনও এই রহমত মানুষকে পুরোপুরি পরাভূত করে ফলে সে যতই কঠনি, শক্ত ও সহষ্ণিু হোক না কনে।

আমি এই স্মৃতরি জাল থকেে নজিকে ছাড়য়িে নইে এবং মুখ ফরিয়িে নইে, আমার ছোট্ট কারাকক্ষরে দয়োলগুলোতে কছিু কবতিার পংক্তি লখিছেলিাম সগেুলো মনে পড়ে যায়,

হে আমার ভাই, আমরা তো খারাপ কছিু আশা করিনি

মহাপরাক্রমশালী প্রতপিালকরে ওয়াদার ব্যাপারে,

এই বন্দীত্ব তো আমাদরে দৃঢ়তাকইে বৃদ্ধি করছে,

আর বৃদ্ধি পয়েছে আমাদরে নশ্চিতি বশ্বিাস এই কারাগারে।

ভাইদরে উপর যে নর্যিাতন ঘটছে,

আর শত শত দায়ীকে যে হত্যা করা হয়ছে,

সে তো শুধুমাত্র আমাদরে ঈমানরে পতাকাকইে উত্তোলন করছে,

আম আমাদরে দ্বীন ও তাওহীদরে সত্যতাকে সুপ্রতষ্ঠিতি করছে।

এক রবরে সন্তুষ্টি অর্জন এবং এক দ্বীনকে সমর্থন করতে

এই কারাগার তো সুগন্ধময় আর মৃত্যুও সুমষ্টিরূপ,

এক মহাপরাক্রমশালী ও পরম করুণাময় রবকে খুশি করতে

এই জীবন আর সন্তান-সন্ততি সবই শূন্যরে স্বরূপ।

এই মুহূর্তগুলোতে আমার শিশু ছেলে উমার এর কিছু কথা মনে পড়ছে যা অতীতের একটি রমজানে সে তার মাকে বলছিল, ‘‘আমার বাবা একজন ভালো মানুষ, আমি তাকে ভালবাসি, তাকে নিয়ে আম গর্বিত। কিন্তু আমি তাকে আমাদের সাথে দেখতে চাই, কারাগারে না।’’

তার মা তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে তাকে পূর্বেকার কিছু ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলো, আর আমি যেন রাতের আঁধারে সেই কথাগুলোর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম, ‘‘উমার? এসব তুমি কি বলছো? আমি কি তোমাকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনাটি বলিনি যে, তিনি যে বিষয়ের দিকে আহবান করেছিলেন সে জন্য তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? আর মূসা ও ঈসা (আলাইহিস সালাম), আসহাবে কাহফ আর আসহাবুল উখদুদের কথাও ভুলে গেলে?”

হে উমার! এর প্রয়োজন আছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই যখন আমি ছুটির দিনগুলো তোমাদের সাথে কাটিয়েছিলাম। কোথায় তোমার সেই কথাগুলো যা তুমি আমার মানহাজের (কর্ম পদ্ধতির) সমালোচনাকারীদের ব্যাপারে তোমার মাকে বলেছিলে, ‘‘আমি আমার বাবার মতো হতে চাই, আর যখন আমি বড় হবো তখন আমি সেটাই করবো যা তিনি করেছিলেন,। আর আমি স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো।’’

আর আজকে তুমি কি বলছো? দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কি এতই বেড়ে গেছে? যাত্রা তো সবে শুরু হয়েছে, ব্যাটা আমার। তুমি কি তুমার ছোট দুই ভাইবোনের মতো হয়ে গেছো যারা আমার কারাবন্দীত্বে অতিমাত্রায় ব্যথিত হয়ে পড়েছে? তুমি কি বিজয়ের ব্যাপারে হতাশ হয়ে এই রাস্তা পরিত্যাগ করেছো?

আমার এখনো মনে পড়ে তোমার চোখের সেই ঝলকানির কথা, যখন মধ্যরাতে আল্লাহর শত্রুরা আমাদের বাসায় হানা দেয় আর তুমি তাদের প্রতি চিৎকার করছিলে, যখন শীতের সেই রাতে তুমি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে গেলে, আর তাদের নোংরা গলার আওয়াজ শুনে বিছানা থেকে উঠে এসে দেখলে যে, পুরো বাড়িতে তারা ছড়িয়ে আছে, প্রতিটা জিনিস আর ঘরের প্রতিটা কোণা তারা খুঁজে খুঁজে দেখছে। তাদের মধ্যে একটা কাফের তোমাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘‘তোর বাবা কই?”

তাই তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে চোখ ডলতে ডলতে বললে, ‘‘আমি জানি না।” অথচ তুমি খুব ভালো ভাবেই জানতে যে, সে রাতে তুমার বাবা কোথায় ছিলে।

আবু হাফস, আমার এখনো মনে পড়ে, আর আমি তা কখনো ভুলবো না যে, সেই রাতে তুমি তাদের দিকে কিভাবে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে যখন শেষবারের মতো আমি তোমাদের ছেড়ে যাই; রাতটা ছিল আমার গ্রেফতার হবার রাত। আজকের থেকে চার বছর আগে। আমার হাতে তারা হাতকড়া পরিয়ে দেয় আর চতুর্দিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলে, আর লাঠি আর রাইফেলের বাট দিয়ে আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে সামনে নিয়ে যায়। আমি তোমাকে বলছিলাম, ''এদেরকে ভয় পেয়ো না, এদের দ্বারা শঙ্কিত হয়ো না! এরা পোকামাকড় ছাড়া কিছুই না! এরা সব মাছি!" আমার খুব ভালো ভাবেই মনে আছে যে, তোমার মনে এই কথাগুলো কিভাবে গেঁথে গেছে আর তোমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়েছে, কারণ ছ'মাস পর যখন তারা আমাকে তাদের থানা থেকে কারাগারে নিয়ে গেলো আর তুমি আমাকে দেখতে গেলে, তখন আমার সেই রাতের কথা মনে করিয়ে দেবার সাথে সাথেই তুমি বলে উঠেছিলে, ''হ্যা বাবা, আমার খুব ভালো মতোই মনে আছে। তুমি আমাদেরকে বলেছিলে যে, তাদেরকে ভয় না পেতে, আর বলেছিলে যে, তারা তো কীটপতঙ্গ আর মাছি।''

আমার অবাক লাগছে যে, তোমার কচি মন সেই অন্ধকারময় রাতের এত ঘটনার মাঝে কিভাবে শুধু ঐ কথাগুলোই মনে রেখেছে। আমি তোমাকে সেইদিন ইবনুল কাইয়্যুমের (রাহিমাহুল্লাহ) কবিতা থেকে একটি পংক্তি শুনিয়েছিলাম, যা আমি তোমার জন্য আমার কারাকক্ষের দেয়ালে লিখেও রেখেছি,

তাদের অধিক সংখ্যাকে ভয় করো না,

যেহেতু তারা গুরুত্বহীন এবং মাছির মতো।

তোমরা কি একটা মাছিকে ভয় পাও?

মনে পড়ছে কি? ও উমর! আল্লাহর দুশমনেরা এই লেখাটি দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। তাদের এত ক্রোধান্বিত দশা সত্ত্বেও তোমাকে এই কথাটি জানাতে আমার আনন্দ লাগছে।

তাহলে আজকে কেন তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে পড়ছো?

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখনো ছোট্ট, আর এই রাস্তাটি অনেক দীর্ঘ এবং প্রতিকূলতায় ভরা। এমনকি বীরেরাও এই রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, কত মানুষ এই চলার পথে থেমে যায়!

আমি কি তোমাকে এবং অন্যান্যদেরকে বার বার বলিনি যে, অন্যান্য দেশে আমাদের ভাইদের উপর চালানো অত্যাচারের তুলনায় আমাদের প্রতি চালানো এই অত্যাচার খুবই কম? এটা তো

শুধু সুচনা মাত্র, ছ োট্ট ছলে আমার। আর এই মুল্যবান দাওয়াত এবং মহামূল্য পুরষ্কার লাভরে পথে এগুল ো ত ো প্রথম ধাপ মাত্র, যার মূল্য দতি শুধুমাত্র সত্যকিার পুরুষরোই উঠে দাঁড়ায়,

[مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا]

“মুমনিদরে মধ্যে কতক পুরুষ আছে যারা আল্লাহর সাথে তাদরে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করছে; তাদরে মধ্যে কউে কউে শাহাদাত বরণ করছে এবং কউে কউে প্রতকি্ষায় রয়ছে। তারা স্বীয় সংকল্প একটুও পরবির্তন কর নি।” [সূরা আহযাবঃ২৩]

হে আল্লাহর পুরুস্কার, নাও তুমি কম দামি

বরং আলসদরে জন্য তুমি তাদরে সাধ্যতীত দামি।

হে আল্লাহর পুরস্কার, যদি এমন না হত ো য তুমি,

কষ্ট দ্বারা আবৃত, যইে ত োমাক অর্জন অগ্রগামী,

তব কউেই আজ বস থাকত ো না অলসরে মত ো,

আর দ্বতিীয় শ্রণেীর পুরুস্কাররে ক্ষত্রেও দূরীভূত হত ো।

যাই হ োক, এটি প্রতটিি অপ্রয়ি কষ্টরে দ্বারা আবৃত,

যনে সইে সকল অলস ল োকরো হয় দ্রুত বতিাড়তি,

আর যনে তাদরেক সইে তীব্র ব্যাকুলতা ও উচ্ছাকাঙ্ক্ষা দয়ো যায়,

যারা মাহামহমি রবরে দরবার প ৌঁছ, যা তাঁর ইচ্ছাতইে সম্ভব হয়।

ইবনুল কাইয়্যমরে (রাহমিাহুল্লাহ) কথাগুল ো কতই না সুন্দর। তাঁর কবতিার পংক্তগিুল োত কি সুন্দর কর বর্ণনা করলনে, “ আল্লাহর কসম, এটি ত ো সস্তা নয় য, একজন দউেলয়িা ল োক তা কনি নয়ি যাব। এটি ত ো এমনও নয় য, বক্রিয় না কর অভাবগ্রস্ত মানুষরে প্রয় োজন পূরণ তা সম্পূর্ণরূপ দান করা হয়। বরং বাজার এটকি খুবই উঁচু দাম উপস্থতি করা হয়, আর এটরি একমাত্র মূল্য নর্িধারতি হয় য, নজিরে সত্তাক সম্পূর্ণরূপ দয়ি দতি হব। তাই অস্বীকারকারীরা পছিু হট যায়, আর যারা এটকি ভাল োবাস তারা তা দখোর জন্য দাঁড়য়ি যায় য, ক এটি ক্রয় করার সম্মানরে অধকিতর য োগ্য। পুরষ্কারটা তাদরে হাত ঘুরত থাক, আর শষে পর্যন্ত তার হাত গয়ি পড় য,

[أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ]

...মুসলমানদরে প্রতি হবে দয়ালু ও মহেরেবান এবং কাফরেদরে প্রতি হবে অত্যন্ত কঠে ার...

[সূরা মায়দিাঃ৫৪]

যখন ক্রমান্বয়ে আরে া বশেী মানুষ এসে এই পুরুস্কাররে দাবি করছলি তখন তাদরেকে নজি দাবরি সত্যতা প্রমাণ করতে বলা হয়। কারণ যদি শুধু এই দাবরি ভত্তিতিইে তাদরেকে এটা দয়িে দয়ো হতে া, তাহলে যারা এই পুরুস্কাররে ব্যাপারে পরে ায়া করে না সইে সব লে াকরোও এসে দাবি তুলতে া যে, তারা সটেকিে প্রবলভাবে কামনা কর।ে সুতরাং, এভাবে বভিন্নি ধরনরে মানুষরো যখন তাদরে দাবি তুলতে লাগলে া, তখন বলা হলে া, ‘এই প্রমাণ ছাড়া তাদরে দাবি গৃহীত হবে না,

[قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ]

যদি তে ামরা আল্লাহ্*কে ভালে াবাসে া , তবে আমার অনুসরণ করে া, এবং আল্লাহ্*
তে ামাদরেকে ভালে াবাসবনে...

[সূরা আলে ইমরানঃ৩১]

ফলে, অধকিাংশ লে াক পছিু হটে গলে া, আর শুধুমাত্র তারাই রয়ে গলে া যারা
প্রয়িনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদরে আমল (কর্ম), কথা চারত্রিকি ক্ষত্রেে অনুসরণ কর।ে তাই তারা যনে নজিদেরে দাবি প্রমাণ করতে পারে সে জন্য সইে শর্তে তারা কছিু স্পষ্ট বষিয় যে াগ করতে অনুরে াধ করলে া যা করার মাধ্যমে তারা সইে দাবি প্রমান করতে পারব,ে ফলে বলা হলে া,

[يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ]

...তারা আল্লাহর রাহে জহিাদ করব,ে আর তারা কে ান নন্দিুকরে নন্দিার পরে ায়া করবে না...

[সূরা মায়দোঃ৫৪]

এর ফলে ভালো বোসার দাবদিার বশৌরভাগ লোকেই সরে পড়লো, আর শুধুমাত্র মুজাহদিীনগণ থকেে গলেনে। তাদরেকে বলা হলো, 'যারা এই ভালোবাসার দাবদিার তারা তো নজিদেরে জীবন ও ধন-সম্পদরে মালকি নয়, সুতরাং এগযি়ে গযি়ে আল্লাহ্*র সাথে চুক্তি পূর্ণ করো,'

[إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ]

নশি্চয় আল্লাহ্* মুমনিদরে নকিট থকেে তাদরে প্রান ও তাদরে ধন-সম্পদ সমূহকে এর বনিমিয়ে খরদি করে নযি়েছে যে, তাদরে জন্য রয়েছে জান্নাত...

[সূরা তওবাঃ১১১]

তাই যখন তারা এই খরদিকারীর মহত্ত্ব ও মহানুভবতা সম্পর্কে জানলো, তাঁর পুরস্কাররে গুণকে বুঝলো, আর যাদরে হাত এই চুক্তিতে আবদ্ধ তাদরে মর্যাদাকে উপলব্ধি করলো; তখন তারা এই পুরস্কাররে মূল্য বুঝলো, বুঝলো যে এটা সত্যকিার অর্থইে মহাগুরুত্বপূর্ণ বষিয়। তারা দখেলো যে, সবচয়েে বড় ক্ষতগি্রস্ত হচ্ছে সইে ব্যক্তি যে অল্প দামে এই পুরস্কারকে বকি্রি করে দয়ে। তাই তারা সন্তুষ্টচতি্তে অন্য কোন বকিল্পরে কথা না ভবেইে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গলেো, আর তারা বললো 'আমারা এই রাস্তা থকেে হাটবো না'। ফলে যখন এই চুক্তটিি সম্পূর্ণ হলো এবং বচোকনো শষে হলো, তখন তোমাদরে বলা হলো, 'আমার জন্য তোমাদরে জীবন ও সম্পদ যখনই নঃিশষে হয়ে যাবে, তখন এগুলোকে আমি বহুগুনে বর্ধতি করে ফরেত দবিো!'

[وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ]

[فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ]

যারা আল্লাহ্*র রাস্তায় নহিত হয় তাদরে কে তোমরা মৃত ধারনা করো না; বরং তারা জীবতি, তারা তাদরে প্রতপিালক হতে জীবকিা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্* তাদরেকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করছেনে তা নযি়ে তারা উৎফুল্ল...

[সূরা আলে-ইমরানঃ১৬৯-১৭০]

সুতরাং যখন তারা তাদরে মহান প্রতপিালকরে অনুগ্রহ লাভ করলো তখন তারা তাঁর প্রশংসা করলো, আর মহান অভভিাবকরে থকেে যে পুরস্কার তারা পয়েছেে সে জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করলো, এবং পরদি সকালওে তারা আবারও তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো।''

আমার ব্যটা, তে ামাকে এটা খুব ভালে াভাবে বুঝতে হবে। এটা মুখস্ত করে ফলে ো যাতে এই পথরে বাস্তবতা ও এর চাহদিা সম্পর্কে জানতে পারে া। তাই আজকরে পর আর কখনে াও অধর্যৈ হয়ে া না, আর যতদনি জীবন ধারন করছে া কখনে াও ক্লান্ত বা নরিাশ হয়ে া না।

আমার সাথে তে ামার শষেবাররে সাক্ষাতরে কথা মনে করে া, আমি দর্শনার্থীর জানালা দয়িে তে ামার চে াখরে দকিে তাকয়িে ছলিাম। সে চে াখ দু'টে া যনে আমাকে দখোর খুশতিে আনন্দে বড় হয়ে গয়িছেলি। তুমি বলছলি, 'বাবা! গতকাল আমি আমার উস্তাযরে সাথে শকিারে গয়িছেলিাম, আর জীবনে প্রথমবাররে মতে া আমি রাইফলে দয়িে একটি কবুতর শকিার করছে!ি হ্যা বাবা! রাইফলে দয়িে! আমি জীবনে প্রথমবার রাইফলে দয়িে কবুতর শকিার করছে!ি''

''চমৎকার, উমার! চমৎকার, এখন হলে া বাজপাখি শকিাররে সময়। যদি আল্লাহ্‌* চান, শীঘ্রই আমি তে ামাকে শখোবে া কভিাবে বাজপাখি শকিার করতে হয়।''

আযান শষে হয়ছে,ে স্মৃতরি জানালাও বন্ধ হয়চে।ে এক ফে াঁটা মূল্যবান অশ্রু জমা হয়ছেে চে াখ।ে খুব দ্রুত আমি তা মুছে ফলেলাম আর মৃদুস্বরে বললাম,

''হে আল্লাহ্‌* তে ামার ইচ্ছায় রাত শুরু হলে া আর দনি শষে হলে া। তে ামার কাছইে সব দে ায়া, সুতরাং, আমাকে ক্ষমা করে া।''

আবু মুহাম্মাদ আসমি আল-মাকদসিী

রমজানরে প্রথম রাত্র,ি

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হজিরতরে ১৪১৭ বছর পর